আগমনী-১৪১৫

AGOMONI-2008

Charisma of india

Authentic East Indian Cuisine

Contact: Mitesh Trivedi **204 • 222 • 7878** Fax: 204 -222 - 7373

83D Sherbrook at Wolseley Winnipeg

visit our online menu - www.charismaofindia.com

Lunch Buffet Monday to Friday | Dinner Buffet Fri-Sat-Sun

SPECIALISING IN HOME PARTIES

HAPPY DURGA PUJA

BICHITRA

: THE BENGALI ASSOCIATION OF MANITOBA

AGOMONI-2008: Vol.29

Table of Contents — Page no:

Committee Lists: 4

Puja Schedule: 5

Editorial: 6

Sabhapati'r Barta: 7

President's Message: 8

Bengali Literary Section

"Bangabde'r Utsa Sandhaney"- Mr. Makhan Bal 9

"Brishti"-Dr. Sunu (R.M.) Das 15

"Debi-Pakshya" Arpita Saha 19

"Khancha & Kotha Tumi" - Mr. Bihuti Mandal 20

"Jadi" - Mr. Gourishanker Roy 22

English Literary Section

"Sri Krishna, Global Warming and Camp Koinonia" Ms. Anushka Banerjee 24

"Hopes and Aspirations" Dr. Shibdas Biswas 27

Sketch by Medha 28

Paintings By Aninda, Riona Raj and Mrs. Shruti Mukherjee 29-30, 31-32

BICHITRA Events photo-memorablia 33-36

BICHITRA Membership Directory 37-38

BICHITRA EXECUTIVE COMMITTEE

President: Sumita Biswas

Vice-President: Ayan Mukherjee

General Secretary: Ajay Pandey

Treasurer: Pranab Roy

Cultural Secretary: Bibhuti Mandal

Publications Secretary : Dr. Abhijit Banerjee

Members-at-large: R.M. Das, Bhaskar Saha

2008 Puja Committee

Chairperson: Mrs. Ratna Roy

Priest: Pt. Venkata Machiraju

Puja Arrangements: Mrs. Manjushri Roy, Mrs. Krishna Bal, Mrs. Mala Mukherjee

Bhog & Prasad: Mrs. Romi Banerjee

Mrs. Rupa Banerjee

Mrs. Shoma Chakraborty

Food Committee: Ratna Roy, Romi Banerjee, Mimi Saha

Puja Supplies: Gourishankar Roy, Bhaskar Saha, Ajay Pandey

Puja Donations & Collection: Pranab Roy, Shibdas Biswas

Decorations: Prabir Mitra, Ajay Pandey, Apurba Deb, Chandranath Podder, Bhaskar Saha, Aroop Chakraborty, Surya Banik, Niloy & Rajarshi Roy

DURGA PUJA SCHEDULE-2008

MAHA SASHTI (OCT 5th, SUN)

6:00 PM:Bodhan, Amantran, and Adhibas

MAHA SAPTAMI (OCT 6th, MON)

9:00 AM: Kalparambha, Mahasnan, Puja and Pushpanjali

7:00 PM: Sandhya Arati & Cultural program

MAHA ASHTAMI (OCT 7th, TUES)

9:00 AM : Mahasnan, Puja and Pushpanjali

5:48 PM: Sandhi Puja

7:00 PM : Sandhya Arati & Cultural program

MAHA NABAMI (OCT 8th, WED)

9:00 AM :Mahasnan, Puja and Pushpanjali

1:00 PM:Hom-Yangna

7:00 PM :Sandhya Arati and Cultural program

BIJOYA DASAMI (OCT 9th, THURS)

9:00-11:00 AM :Visarjan Puja, Sindurdan and Dadhi Mangal

LAKSHMI PUJA (OCT 14th, TUES)

6:00 -10:00 PM:Puja, Pushpanjali and bhog-prasad

VENUE: NEW HINDU TEMPLE,

999, ST. ANNE's ROAD,WINNIPEG, Ph# 25-HINDU

EDITORIAL

Autumn's cool weather is here and so is the panoramic beauty of nature around. This time of the year brings in festivities and rejoicing in the souls of the Bengali heart as we welcome 'Maa Durga' with her family back to her maternal abode every year. It gives me immense pleasure and a pleasant challenge as I have sat down to compile the years events and literary and extra-curricular activities of our Bengali community in Winnipeg. Never thought it would be so daunting task with deadlines. Anyways, the Annual Magazine of BICHITRA is at your perusal now.

Saradiyo DURGA PUJA symbolises triumph of Good over evil and reminds us of our land of Birth and Celebrations galore during this season, with sumptuos food and frolic to add on the rejoicement.

I would like to thank all the contributors and friends who have helped me compile this 29th Volume of AGOMONI and especially my life-long compatriot and spouse, who stood by my side all along, managing things that are so difficult for me. Friends, Bhaskar and Mimi Saha who pitched in with their enormous collection of photographs of events besides our own. Thanks and regards are not enough for the able guidance of Sumitadi, Sunuda and our Chairperson of this years PUJA COMMITTEE- Ratnadi for everything big and small.

WISHING you all a Great DURGA PUJA CELEBRATIONS

Sincerely

Dr. Abhijit Banerjee

EDITOR and Publications Secretary, BICHITRA

Credits for Cover page: Paintings of 'Durga' from www.exoticindiaart.com

আগমনী-১৪১৫

পুজা কমিটীর সভাপতির বার্তা

সুধী,

আজ প্রায় প্রতিমুহূর্তে পৃথিবীজুড়ে ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসের বলয়, উগ্রপন্থার রক্ত চক্ষু মানুষকে নিয়ত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে, তবু বাঙালীর জীবন থেকে হারিয়ে যায়নি শারদ প্রাতের নরম রোদ, শিউলি ফুলের গন্ধ, নব বস্ত্রের শুচিস্নিগ্ধ অয়োজন।

তাই সারা বিশ্বে বিপুলসংখ্যক বঙ্গভাষী বাংলার থেকে অনেক অনেক দুরে থাকলেও বহুবর্নী, ঐতিহ্যবাহী, শারদ উৎসবের আয়োজনে মেতে ওঠে, আমরা টনিপেগে বাঙালীরা প্রানের আরাধনা, হৃদয়ের একান্ত নিবেদনে প্রতিবারের মতো এবারেও 'শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গা পুজা'র' আয়োজন করেছি।

সবার কাছে আবেদন, এই উৎসবে যোগদান করুন এবং পুজার আয়োজন সাফল্যমন্ডিত হোক, মায়ের চরনে এই নিবেদন যেন আগামী বছর মুখে শান্তিতে একাত্ম হয়ে সবাই মিলে অবার একটাই পুজো করতে পারি।

--বিনীতা

রত্না রয়

Message from President- BICHITRA

Friends,

On behalf of Bichitra executive committee, I welcome you, your family and friends to the 29th year of Shri Shri Sharadiyo Durga Puja, in Winnipeg.

We wait for this pious opportunity every year to be able to pray, wish better life and health of family and friends and rejoice in the autumn sunshine. On this occasion, lets leave aside all the narrow opinions of our minds and celebrate the community togetherness and festivities and peace and prosperity around the world.

With Love and best wishes to all the BICITRA members, old and young, far and near, past and present.

Sincerely

Mrs. Sumita Biswas

President- BICHITRA

The Bengali Association of Manitoba Inc.

বঙ্গাব্দের উৎস সন্ধানে

মাখন বল

বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজে ১৩৯৯ সাল হইতে বিশেষ আলোচনা সুরু হইয়াছে বঙ্গাব্দের উৎস সন্ধানের। কে এর প্রবর্তক এবং কখন এর সূচনা হইয়াছে ? আমাদের যতদুর মনে হয়, প্রতিটি অব্দের সূচনা বা আরম্ভ হয় সাধারণতঃ কোনও ঐতিহ্যবাহী ঘটনার স্মরণার্থে বা কোনও রাজার রাজ্যাভিষেকের বর্ষ হইতে বা কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাবের সময় হইতে ।

বাংলা সনের উৎপত্তির অনেক গুলি মতের কথা বিভিন্ন গবেষকদের লেখাতে প্রকাশিত হইয়াছে । সাধারণ মানুষ , আমরা জানি রাজা শশাঙ্ক এবং সম্রাট আকবরের কথা । সম্রাট আকবরের কথাই বেশী জনপ্রিয়। তাই আকবরের সময়কে লইয়া প্রথমে আলোচনা করা যাক । ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী সম্রাট আকবরের রাজ্যাভিষেক হয় । আকবর সিংহাসনে আরোহন করার পরে বঙ্গদেশে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্যে বঙ্গাব্দের প্রবর্তন করেন ৯৬৩ হিজরী সনে বা ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ।

প্রথমে বলা দরকার হিজরী সন প্রসঙ্গে । হজরত মহম্মদ ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে ,(এক মতে ১৫ জুলাই, এক মতে ১৬ জুলাই, এক মতে ২২ সেপ্টেম্বর আরেক মতে ২০ জুন), মক্কা হইতে মদিনায় 'হিজরী' বা পলায়ণ বা প্রস্থান করেন । সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণে মহম্মদের দেহাবসানের (৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ),কয়েক বৎসর পর ৬৩৮ –৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে খলিফা ওমর ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের মহম্মদের উল্লিখিত প্রস্থনের দিন হইতে ইসলামী অব্দ বা হিজরী সনের প্রবর্তন করেন । প্রাক্- হিজরী পর্বে বা মহম্মদের সময়ে আরবভূমিতে সম্ভবতঃ চান্দ্র-সৌর মিলিত কোন বর্ষপঞ্জী প্রচলিত ছিল । অর্থাৎ যাহার কিছুটা ছিল ঋতুনিষ্ঠ, কিছুটা ছিল ঋতুচক্রের সঙ্গে সম্পর্কহীন । এই ধরনের ক্যালেণ্ডার ব্যাবিলনে প্রচলিত ছিল এবং ইহুদীদের ক্যালেণ্ডার ঐরকম ছিল । এই ক্যালেণ্ডারের চান্দ্র বর্ষ ও সৌর বর্ষের ব্যবধান দূর করিবার জন্য কয়েক বৎসর অন্তর একটি ত্রয়োদশ মাস ঢুকাইয়া বর্ষ পুরণ করা হইত । কোন বৎসরে ঐ মাসটি ঢুকানো হইবে সেই বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ঠ নিয়ম ছিল না । একদল পঞ্জিকাকার যথেচ্ছভাবে তাহা ঠিক করিতেন । এই যথেচ্ছাচার বন্ধ করিবার জন্য মহম্মদ চান্দ্র বর্ষ প্রবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করিয়া থাকিবেন । সম্ভবতঃ খলিফা ওমর তাহা বিধিবদ্ধ করিয়া ছিলেন । এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সংস্কৃত 'অব্দ' বা 'বর্ষ' শব্দের আরবী ও ফারসী প্রতিশব্দ হইল যথাক্রমে 'সন' ও 'সাল' ।

আকবর তাঁহার রাজস্বনীতি নির্ধারণে প্রধানতঃ শেরশাহের রাজস্বনীতি অনুসরণ করিলেও কার্য্যত বা প্রয়োজনে ঐ নীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনও করিয়াছিলেন । সেই পরিবর্তনের এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হইল রাজস্ব আদায়ের নুতন সুচনাবর্ষ প্রচলন । শেরশাহের রাজস্ব নীতিতে ' হিজরী' ও 'ইসলামী' সন গৃহিত ছিল । হিজরী সন ঋতুনিষ্ঠ নয় এবং সনের গণনা হয় চান্দ্র গণনা অনুসারে । চান্দ্র গণনা অনুসারে বৎসর হয় ৩৫৪ দিনে । চন্দ্র মোটামুটি ৩৫৪ দিনে নিজের কক্ষ পথে পৃথিবীকে ১২ বার প্রদক্ষিণ করে। চান্দ্র ক্যালেণ্ডারে প্রতিটি চান্দ্র মাস কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত নিদিষ্ট । ১২-টি চান্দ্র মাসে একটি চান্দ্র বর্ষ হয় । সৌর গণনা অনুযায়ী সৌরবৎসর ৩৬৫ দিনে । পৃথিবী ৩৬৫-দিনে নিজের কক্ষপথে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে । সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে সৌর ক্যালেণ্ডারে চৈত্র সংক্রান্তিতে মেষ রাশিতে সূর্য্যের সংক্রমণ হয় । তাহার পরের দিন হইতে বঙ্গদেশে বর্ষ সূচনা বা বছরের প্রথম মাসের শুরু । ১২-টি সৌর মাসে একটি সৌর বৎসর গণিত হয় । চৈত্র সংক্রান্তিতে সূর্য্যের মেষ রাশিতে সংক্রমণ মহাবিষুব-সংক্রান্তি নামেও পরিচিত ।

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলা দরকার যে, রোমে জুলিয়াস সীজার প্রবর্তিত সৌর ক্যালেণ্ডার ১৫৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে গ্রেগরীর সংস্কারের পরে যাহা গ্রেগরী -ক্যালেণ্ডার বা ইংরাজী ক্যালেণ্ডার নামে পরিচিত তাহা একান্তভাবে ঋতুনিষ্ঠ । শাসনভার গ্রহণ করিয়া দুরদর্শী আকবর বুঝিলেন যে ভারতবর্ষের মত একটি কৃষিপ্রধান উপমহাদেশে হিজরী সন বা চান্দ্র বর্ষ অনুসারে রাজস্ব আদায় অসুবিধাজনক । ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ফসলগুলির উৎপাদন ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে একান্তভাবে নির্ভরশীল । ভারতবর্ষ মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় ফসল রোপণ, ফসল কাটা, রাজস্ব আদায়, সামরিক অভিযানের নির্দিষ্ট সময় নিরূপণে হিজরী সনে অসুবিধা ছিল । এই বাস্তব অসুবিধাগুলি দুর করার জন্য আকবর ভারতবর্ষে একটি অব্দ প্রনয়নে উদ্যোগী হন । এই ব্যাপারে তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা এবং সক্রিয় সহায়ক ছিলেন তাঁহার হিন্দু রাজস্বমন্ত্রী টোডরমল । চৈত্র মাসে ফসল উঠার পর হইতে খাজনা আদায়ের সুবিধা বিবেচনা করিয়া এবং ইসলামী চান্দ্র হিজরী সন ও হিন্দু সৌর বর্ষের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া আকবরের নির্দেশে টোডরমল " তারিখ-ই-ইলাহী বা ইলাহী " অব্দ বা ফসলী নামে একটি মিশ্র বর্ষগণনা প্রথা প্রণয়ন করেন এবং আকবরের সিংহাসনে আরোহণের বর্ষ ৯৬৩ হিজরী সন বা ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উহা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন । আকবরের অনুমোদনে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয় । প্রস্তাব অনুমোদিত বা গৃহীত হইলেও আকবর রক্ষণশীল মুসলমানদের প্রতিরোধের আশঙ্কায় ৯৯২ হিজরী সন বা ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দের আগে উহা কার্যে পরিণত করিতে পারে

ন নাই ।

আকবরের রাজসভার ঐতিহসিক আবুল ফজল তাঁহার আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে নুতন অব্দ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ অব্দে নানা গোলযোগ নিবারণার্থে আকবর হিন্দুস্থানে একটি নুতন অব্দ প্রবর্তন আগ্রহী ছিলেন । হিজরী শব্দের অর্থ পলায়ণ, সম্রাট আকবর এই শব্দটি পছন্দ করিতেন না । আকবর গোঁড়া মুসলমানদের ক্রোধের আশঙ্কা করিয়াছিলেন . গোঁড়া মুসলমানেরা মনে করেন,হিজরী ইসলামের সঙ্গে অচ্ছেদ্য । এই জন্য ৯৯২ সন পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে বিরত ছিলেন ।

আকবরের রাজ্যাভিষেকের দিন ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দকে আদিবিন্দু ধরিয়া ঐ দিন হইতেই কিন্তু নুতন অব্দের গণনা করা হয় নাই । আকবর হিন্দুস্থানে প্রচলিত সৌর বর্ষের গণনা অনুসারে পূর্ব-উল্লেখিত চৈত্র সংক্রান্তিতে রবির মেষ রাশিতে সংক্রমণের বা মহাবিষুব সংক্রান্তির পরের দিন ১লা বৈশাখকে উপযুক্ত বর্ষরোম্ভের দিন বলিয়া গ্রহণ করেন । ১লা বৈশাখ ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ । পরে ইহাই বঙ্গদেশে বঙ্গাব্দ বলিয়া প্রচলিত হয় । ১-বৈশাখ শুধু যে বাংলার নববর্ষের সূচনা তাহাই নয় ,কর্নাটক,কেরল,তামিলনাড়ু,অন্ধ্র, পাঞ্জাব ও আসামেরও বর্ষারম্ভ যাহা যথাক্রমে 'উগাদি' 'ওনাম' 'পোঙ্গল' 'বৈশাখী' ,'বিহু' বা 'বহাগ' নামে প্রসিদ্ধ । আকবর ২৮-বৎসর সময় লইয়াছিলেন রক্ষণশীল মুসলমানদের বুঝাইবার জন্য যে হিজরী সন মানিয়া চলা আর ইসলাম এক নয় । কারণ আরব বিজিত সকল রাষ্ট্রে হিজরী সন গৃহীত হয় নাই । প্রসঙ্গতঃ বলাযায় পারসিক 'নওরোজ' এবং বাঙালীর 'নববর্ষও সময়ের দিক দিয়া পরস্পরের নিকটবর্তী । প্রকারান্তারে আকবরই বঙ্গাব্দের প্রবর্তক - ইহা একটি মত ।

এই অব্দটি চান্দ্র হিজরী হইতে জন্ম হইলেও ইহার চলার পথ কিন্তু হিজরী হইতে লয় নাই । ইহা সূর্যসিদ্ধান্তসম্মত বা সৌর বর্ষের গণনা সম্মত । প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাথ সাহার মতে ইহা একটি "Hybrid-era" বা "মিশ্র অব্দ" । ডঃ সাহা Journal of the Royal Astronomical Society of Canada, May-June 1953, সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে সম্রাট আকবর ইরাণে প্রচলিত সৌর পঞ্জিকা অ নুসরণে " তারিখ-ই-ইলাহী " বা জেলালী সৌরপঞ্জিকা নমে একপ্রকার বিজ্ঞানভিত্তিক সৌরপঞ্জিকা ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রচলন করিয়াছিলেন । কিন্তু কয়েক দশক পরে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত হওয়া সত্বেও ঐ সৌর পঞ্জিকার ব্যবহার বন্ধ হইয়া যায় এবং পূর্বে প্রচলিত অব্দই চলিতে থাকে । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আকবরের নুতন সৌর অব্দে র প্রচলন ব্যর্থ হয় । ডঃ সাহা লিখিয়ছেন যে, In Iran, the great Sultan Melik Shah ofthe Suljuk dynasty, introduced the Jelali Solar Calendar in 1079 A.D. and the achievement was brought to

India in 1584 by Emperor. Akbor, After a few decades it fell into disuse, but it gave rise to a number of hybrids like the Bengali "SAN" and Fasli eras which are still use in parts of India .The Jelali calendar is one of the best solar calendars, as it takes into account the precession of the equinoxes and gives a better approximation of the actual trapical year than even the Gregorion rules. Akbor's reform measure was misunderstood and in the absence of central guidance became combined with ancient errors.''

এখানে বলা যাইতে পারে যে প্রতিটি অব্দেরই আরম্ভ হয় ১-অব্দ হইতে কিন্তু বঙ্গাব্দের বেলাতে ৯৬৩ হিজরী অব্দ হইতে যাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না । কেহ কেহ হিজরী ৯৬৩ ও ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দকে আকবর প্রবর্তিত বঙ্গাব্দের সূচনাবর্ষ ধরিয়া ১৫৫৬ হইতে ৯৬৩ বিয়োগ করিয়া ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দকে বঙ্গাব্দের আদিবিন্দু মনে করেন । কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না । প্রথমতঃ আকবর যখন ইলাহী বা ফসলী অব্দকে তাঁহার সাম্রাজ্যে কার্য্যকর করিবার মনস্থ করেন ১৫৫৬ বা ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তখন বঙ্গদেশে আকবরের আধীপত্য ছিল না . ইতিহসে বলে ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, বঙ্গদেশ আকবরের অধীনে আসে । তাহার পরে ইলাহী বা ফসলী অব্দ বঙ্গদেশে আসার সম্ভবনা । কিন্তু নুতন অব্দ হিন্দু বা মুসলমান প্রজাদের কাছে গৃহীত হইয়াছিল এমন কোন প্রমান নাই । আবার আকবরের কোনও ফরমান এ বিষয় নাই । বর্তমানে ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ এবং বাংলা ১৪১৫ সন । ২০০৮ হইতে ১৪১৫ বিয়োগ করিলে ফল ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দ , তখন আকবর কোথায় ? ইহাতে প্রমান , আকবর বঙ্গাব্দের প্রবর্তক নন্ । ইহা আর একটি মত ।

আর একটি মতে রাজা শশাঙ্ককে বঙ্গাব্দে প্রবর্তক বলিয়া মনে করা হয় । এই মতে ৫৯৩ বা ৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গাব্দের উৎস বলিয়া ধরা হয় । প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'ভারতকোষে ' প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে বা তাহার কিছু পূর্বে রাজা শশাঙ্ক বাংলার স্বাধীন ও পরাক্রান্তরাজা ছিলেন । ঐতি হাসিকদের মতে, শশাঙ্ক প্রথমে গুপ্তরাজ মহাসেন গুপ্তের অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন এবং ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন এক সময় গৌড় বঙ্গের প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম নরপতি হ ন । আর্য্যাবর্তের পরাক্রান্ত নরপতি হর্ষবর্ধনের অগ্রজ থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন । তবে ৬৩৭-৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত ক্ষমতার হ্রাস পায় নাই ইহা ইতিহাস সম্মত । ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন সিংহাসন আরোহ ন কালে ' হর্ষাব্দ ' প্রচলন করেন তাহা তিনি জানিতেন । রাজা শশাঙ্ক ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহন করিয়া থকিতে পারেন । এই ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দ বঙ্গব্দের ক্ষেত্রে একটি

মাইল প্রস্তরের মত । কারণ , বর্তমান ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৫৯৩ বিয়োগ করিলে আমরা বর্তমান ১৪১৫ বঙ্গাব্দকে পাই । অতএব ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দকে সম্রাট শশাঙ্কের গৌড়বঙ্গের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের (মুর্শিদাবাদ) সিংহাসনে আরোহনের বর্ষ বলিয়া অনুমানও অযৌক্তিক নয় । ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দকে সিংহাসনে আরোহনের বর্ষ বলিয়া স্মরণ রাখিবার জন্য ঐ বৎসরের মহাবিষুব-সংক্রান্তির পরদিন ১ বৈশাখ সম্রাট শশাঙ্ক বঙ্গাব্দে প্রবর্তন করেন । ইহাই যুক্তি সম্মত ।

গৌড়বঙ্গে কিছু স্থাপত্যকীর্তি ও দেবায়াতনে বঙ্গাব্দের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে । সময়ের বিচারে যেগুলি আকবরের আমল ষোড়শ শতক হইতে ৩০০ শত বৎসরের বেশী প্রাচীন বলিয়া মনে হয় । বাঁকুড়ার জনৈক গবেষক, যিনি গবেষণা করিয়া ঐ বিষয় ভারতীয় একটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি.এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন । উদ্বোধন -পত্রিকা পৌষ ১৪০০ সংখ্যায় প্রকাশিত - " বাঁকুড়া শহর থেকে ৭-৮ মাইল দুরে রয়েছে সোনাতাপন' এর মন্দির , বর্তমানে ভগ্নদশা । প্রত্নতাত্ত্বিক পন্ডিতগন এই বিষয় একমত যে, সোনাতাপনের- মন্দির প্রায় হাজার বৎসরের পুরানো । অথচ এই মন্দিরের একটি লিখনে বঙ্গাব্দের উল্লেখ রয়েছে । বাঁকুড়া জেলার ডিহর গ্রামে যে জোড়া-শিবমন্দির আছে তাতেও বঙ্গাব্দের উল্লেখ দেখা যায় । এই ভগ্ন মন্দির দুটি অন্ততঃ আটশো বৎসরের পুরণো । ইহা ভিন্ন বাঁকুড়ার একটি প্রাচীন মন্দির গাত্রে -১০২ - বঙ্গাব্দের উল্লেখ ১৩০০ বৎসর আগেও যে বঙ্গাব্দ বঙ্গদেশে ছিল তাহার উজ্জ্বলতম সাক্ষ্য বহন করে । দৃষ্টান্ত আরও বাড়ানো যায় । এমতাবস্থায় কেমন করিয়া আকবরকে বঙ্গাব্দের প্রবর্তক বলা চলে ? ইহা আর একটি মত ।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে আকবরের বহু পূর্বে ফসলী অব্দের, যাহা কিনা বঙ্গাব্দের প্রাক-রূপ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন তাহা ভারতবর্ষে প্রবর্তন হইয়াছিল । এ প্রসঙ্গে Journal of Indian History(Vol.XIX)তে প্রকাশিত 'Fasali Era' শীর্ষক প্রবন্ধে ডঃ ডি.এস.ত্রিবেদা লিখিয়াছেন ঃ "The Fasali Era started with the birth of HarshaVardhana in 593 A.D. and various other factors led to its adoption all over India". এই মত যদি ঠিক হয় তবে বলা যাইতে পারে যে আকবরের বহু পূর্ব হইতে উত্তর ভারতে 'ফসলী ' অব্দ ছিল, হয়ত অন্য নামে উহা পরিচিত ছিল । ফসল আরবী শব্দ , আকবর কিছু সংস্কার করিয়া উহার নুতন নামকরণ করিয়াছিলেন " ফসলী " । তবে বঙ্গাব্দ যে কাছাকাছি সময় প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা পূর্বে উল্লিখিত প্রমান স্বরূপ বাঁকুড়ার ১০২ বঙ্গাব্দের লিপি । অতএব, আকবরের বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হওয়া কি করিয়া সম্ভব ?

সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহন করেন । ৬৪৬ বা

৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তাঁহার মৃত্যু হয় । আবার রাজা শশাঙ্ক ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণসুবর্ণের (মুর্শিদাবাদ) অধিপতি এবং কাণ্যকুব্জ অধিকার করেন । সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সহিত রাজা শশাঙ্কের যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে প্রাক্ জ্যোতিষপুরের রাজা ভাস্করবর্মা হর্ষবর্দ্ধনের সহিত যোগদান করিয়া রাজা শশাঙ্কের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করেন । হর্ষবর্দ্ধনের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষ্যে ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি অব্দ প্রচলিত হয় - ইহা হর্ষাব্দ নামে পরিচিত । ইহা ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল ।

৫৯৩ বা ৫৯৪ খ্রীষ্টব্দে রাজা শশাঙ্কের প্রবর্ত্তিত কোনো অব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না । আবার ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মাত্র ১৩ বৎসরের ব্যবধানে আর একটি অব্দের প্রবর্তন কিন্তু চিন্তা করার বিষয় । অধিকন্তু ৫৯৩ বা ৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা শশাঙ্কের রাজত্ব কালে কোনো উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্যবাহী ঘটনার কথা জানা যায় না । ৬৩৭ বা ৬৩৮ খ্রীষ্টব্দে রাজা শশাঙ্কের মৃত্যু হয় । বর্তমানে প্রচলিত বঙ্গাব্দ হইতে প্রয়োজনীয় বৎসর বিয়োগ করিয়া অতীতের বঙ্গাব্দের আদিবিন্দু নির্ণয় করার প্রচেষ্টা ইতিহাস সম্মত নহে । ইহা আর একটি মত ।

সম্প্রতি শ্রী সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ,গোবরডাঙ্গা হইতে "বঙ্গাব্দের উৎস কথা" শীর্ষক একটি পুস্তকে বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন যে, সৌর বিজ্ঞা ন ভিত্তিক গণিতিক হিসাবে ৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল , সোমবার সূর্যোদয় কালই বঙ্গাব্দের আদিবিন্দু ।

এই রকম মতামত খুজিলে অনেক পাওয়া যাইবে । খুজিতে খুজিতে একদিন হয়ত সত্য উদ্ঘাটিত হইবে ।

বঙ্গাব্দের উৎস সম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তা ভাবনা করেন তাঁহাদের মতামত লইয়া আলোচনা করা হইল । কিন্তু সন্তোষ জনক সমাধান হইল না । সম্রাট শশাঙ্ককেই অনুমান সাপেক্ষ বঙ্গাদের প্রবর্তক ধরিয়া লইতে হইল ।

বর্তমানে যে সূত্রদ্বারা বঙ্গাব্দ ও খ্রীষ্টব্দের সম্বন্ধ নির্ধারিত হয় তাহা হইল ঃ

Bengali year + 593 = A.D. year(April to December)
Bengali year + 594 = A.D. year(January to April)

(বঙ্গাব্দের উৎস সন্ধানে - স্বামী পূর্ণাত্মনন্দ , প্রাক্তন সম্পাদক, উদ্বোধন এবং বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ১৪১৩ সন, হইতে বিষয় বস্তু সংগ্রহ করিয়াছি । নামটা স্বামীজীর দেওয়া রাখিয়াছি)

বৃষ্টি

সুনু দাশ

শেষ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আর ঘুম আসে ন। শুয়ে আছি । শুনতে পাচ্ছি বৃষ্টি পড়ার টাপুর-টুপুর শব্দ। ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে একটু বৃষ্টির ছাঁট জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকলো। বেশ ভালই লাগছে। এখন বৃষ্টিটা একটু জোরে পড়তে শুরু করেছে। বৃষ্টি পড়ার শব্দ ঝোড়ো হাওয়ায় মিশে ভেসে যাচ্ছে এদিক-ওদিক। এ বৃষ্টি অবিশ্রান্ত, বিরামহীন নয়। একটা মধুর আবেশে ঘেরা শান্ত ছন্দ-বদ্ধ । মন উদাস করে কিন্তু হতাশ করে না । আমন্ত্রন জানায়, প্রত্যাখ্যান করে না ।

বৃষ্টির সঙ্গে মানুষের মনের একটা সংযোগ আছে যা আতমীয়তার বন্ধনে ঘনিষ্ঠ । শিশুকাল থেকেই বৃষ্টির একটা আবেদন থাকে যা জীবনের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিফলিত হয়। মনে আছে ছোটবেলায় কত উৎসাহে কাগজ ভাঁজ করে নৌকো তৈরী করতাম আর বৃষ্টির জমা জলে ভাসিয়ে দিতাম । অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকতাম নৌকোটা কি সুন্দর হেলে দুলে ভেসে যাচ্ছে। একটা আনন্দের ঠেউ খেলে যেত মনের মধ্যে। কিছুক্ষণ পরে নৌকোটা ডুবে গেলে মন বিষাদে ভরে যেত। আনন্দ-নিরানন্দের এই খেলা গভীর দুঃখে শেষ হয়েছে যখন আরও একটু বড় হয়ে ইচ্ছে করে লুকিয়ে লুকিয়ে বৃষ্টিতে খুব ভিজেছি আর মার কাছে বকুনি খেয়েছি। তখন প্রচন্ড বৃষ্টির দিনে মাঝে-সাঝে স্কুল ছুটি হয়ে যেত, 'রেনী ডে' ! এমনই একটা দিনে আমরা ক্লাশে খুব হৈ চৈ করছি আর মাষ্টারমশাইকে আব্দার করছি, ' রেনী ডে, রেনী ডে'। মাষ্টার মশাই বললেন, 'ছুটি দেব যদি বলতে পারিস খিচুড়ীর ইংরিজি কি? আমরা কেউই বলতে পারলাম না। মাষ্টারমশাই গুরু-গম্ভীর স্বরে বললেন 'হজ্-পজ্'। এখনও জানিনা খিচুড়ীর কোন ইংরিজি প্রতিশব্দ আছে কি না আর থাকলেও তা সত্যি কি হজ্-পজ্ ? কিন্তু এটা খাঁটি সত্যি যে খাদ্যরসিক বাঙ্গালীরা অনুসরন করে 'রসনার স্বাদ রসনায়'। ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টি আর ইলিশমাছ ভাজা সহযোগে খিচুড়ী ভক্ষণ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আবার ঝমাঝম বৃষ্টি পড়ছে, থামার কোন লক্ষণ নেই। জলে ভেসে যাচ্ছে চারদিক। রাস্তাঘাট শূন্য। লোকেরা ঘর, বাড়ী, দোকান, বা রন্দা যে যেখানে পারছে আশ্রয় নিচ্ছে। এরকম দিন কে আমার ঠাকমা বলত,'আকাশ ফুটো হয়ে গিয়েছে'। এমন বৃষ্টিতে চা-য়ের সঙ্গে গরম তেলে-ভাজা, আষাঢ়ে গল্প, নরক গুলজার আড্ডা অথবা ঘরে বসে শ্রেফ্ তাস পেটানো যেন সোনায় সোহাগা।এই অলস নিষ্কলুষ আনন্দ বৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু কি দিতে পারে ?

বৃষ্টির সাথে জীবনের কিছু অম্ল-মধুর স্মৃতে জড়িত থাকে। কে ভুলতে পারে মন-কেমন-করা বৃষ্টির দিন, অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত বৃষ্টির দিন, ঘরের নিরিবিলিতে বিশেষ কারোর সঙ্গে গোপনে খুন্সুটি করা বৃষ্টির দিন, জলের ঝাপটা আর ঝোড়ো হাওয়ায় ছাতা উল্টে যাওয়া বৃষ্টির দিন ? একটা মজার ঘটনা মনে পড়ল।আমরা তখন লন্ডনে থাকি। মাঝে মাঝে বাড়ীওয়ালার কাছে রুনুকে কিছুক্ষণের জন্যে রেখে বাইরে যেতাম। লন্ডনে বৃষ্টি তো লেগেই আছে, সময় অসময় বলতে কিছু নেই। একদিন বাইরে থেকে এসেছি গোবর-ভেজা হোয়ে। বাড়ীতে ঢুকে দেখি রুনু ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদছে আর বাড়ীওয়ালা ওকে কোলে নিয়ে ঘরের এদিক থেকে ওদিক পায়চারী করছে আর জোরে জোরে গাইছে 'রেন রেন গো এ্যাওয়ে' গোল্ডি রুনু ওয়ান্টস্ টু প্লে' ! এখনও সেই দৃশ্যটা চোখের সামনে ভাসে।

বৃষ্টি কবির মনে ভাবের উন্মেষ ঘটায়। শিল্পীকে সৃজনশীল করে। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন, 'এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায় ---' । কবি চঞ্চল হয়েছেন, '--- বাদল দিনে পাগল আমার মন মেতে উঠে ----'। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রতক্ষ করেছেন, '----ইমেজ অফ দি উইডস্ এ্যান্ড হাই স্পিয়ার

গ্রাস সিলভারড বাই মিস্ট এ্যান্ড সাইলেন্ট রেন ড্রপস্----'। গ্রীষ্মশেষে বর্ষায় বৃষ্টির ধারা কৃষকদের মাথায় আশীর্বাদের মত বর্ষিত হয়। কৃষি-জমি শস্য-শ্যামল, সুজলা-সুফলা হোয়ে ওঠে। বর্ষণ অন্তে প্রকৃতি সবুজ চাদর বিছিয়ে দেয় শ্রান্ত পৃথিবীর গায়ে। জীবন উজ্জীবিত হয়।

বৃষ্টিদাতা ও বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র (ঋগ্বেদ)। এক পৌরানিক কাহিনীতে আছে যে পরাক্রমশালী অসুর বৃত্র কে ইন্দ্র তাঁর বজ্র দিয়ে নিহত করেছিলেন। এই কাহিনীর উৎস হিসেবে পন্ডিতগণ অনেকে মনে করেন বৈদিক ঋষিরা ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘপুঞ্জকে অসুর বলে কল্পনা করেছিলেন। বৃত্র মেঘরূপে সূর্য্যকে আবৃত করে রাখার ফলে সূর্য্যরশ্মি ও উত্তাপ পৃথিবীতে পৌছতে পারে না। পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে যায়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনী শক্তি বিনষ্ট হয়। তখন ইন্দ্র অন্ধকারের দানব বৃত্র কে হত্যা করলে সূর্য্যরশ্মি মুক্তি পেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীকে আলোকিত করে। অন্য এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে প্রাচীন ভারতের কৃষিজীবিরা সময় মত বৃষ্টি না হলে মনে করত অসুর বৃত্র মেঘ হোয়ে বৃষ্টি প্রতিরোধ করে এবং তাদের অন্ন উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়। ইন্দ্র তাঁর অশনি নিক্ষেপ করে জলাধার মেঘরূপী বৃত্রের দেহ খন্ড খন্ড করেন। তখন বর্ষা শুরু হয়। এ রকম ধারণা থেকেই ইন্দ্র-বৃত্র যুদ্ধের কাহিনী অবতারনা করা হয়েছে।

শুয়ে আছি-------বৃষ্টি পড়ছে।

Seasons Greetings and Compliments
from

Banerjee's Bioremedies International

23 Roehampton Place, Winnipeg, MB, R2N 4N6

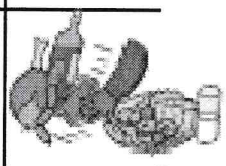

* Wellness and Nutrition Consultancy
* Nutraceutical formulations development
* Balanced nutrition and foods in lifestyle
* Contract Research and Outsourcing

Contact:

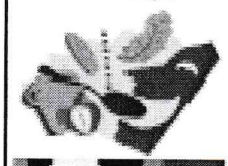

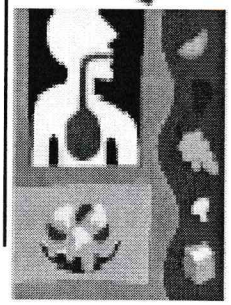

Res: (204) 281-7891

Email: rbanerjeeus@yahoo.com

Romi Banerjee, MHSc Nutrition
COO & Founder Director

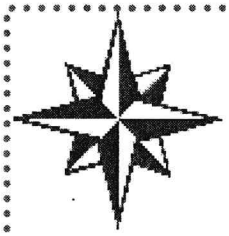

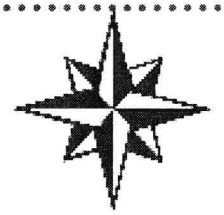

INDIA SPICE HOUSE

Celebrating over 20 Years in Business

Now in 2 locations to serve you better:

Location 1:

1875 Pembina Hwy.

Call : 261 – 3636

Location 2:

66 Mandalay Drive (India Market)

Call : 261 - 4600

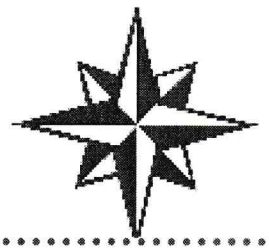

HAPPY DURGA PUJA

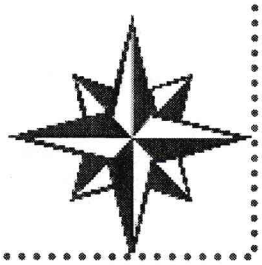

GAGAN

Fresh Fruits, Vegs and Groceries

** NOW UNDER NEW MANAGEMENT **

With PAAN House

- FRESH FRUITS AND VEGETABLES FROM INDIA, BC AND CALIFORNIA
- GREAT SELECTION OF FROZEN VEGETABLES
- ALL KINDS OF EAST AND WEST INDIAN GROCERIES AND SPICES
- SWEETS FROM TORONTO !! ** PHONE CARDS ALSO AVAIL **
- NEW AND OLD MOVIES DVD'S AND DRAMAS
- FRESHLY MADE PAAN's. Order for weddings, parties and all kinds of ceremonies.... ** **JUST ARRIVED ! ALL KIND OF FROZEN FISH FROM BANGLADESH**

LOCATED AT 739 ELLICE AVENUE, WINNIPEG MB

PHONE: (204) 775-1147 FAX (204) 772-0585

***With Best Wishes for DURGA PUJA* 2008**

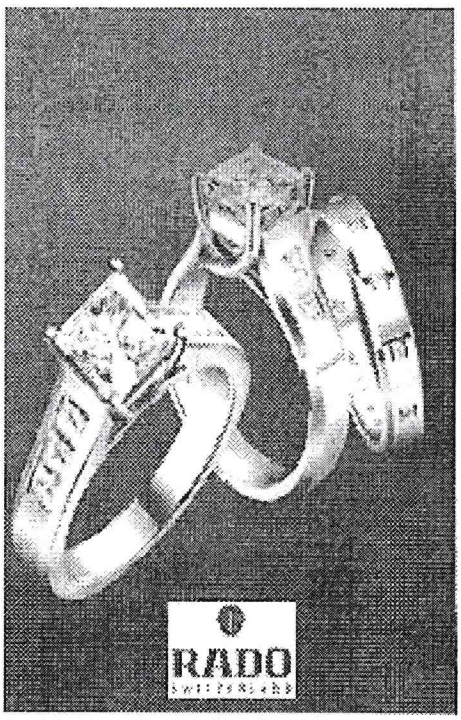

- *Gold*
- *Diamonds*
- *Gemstones*
- *Platinum*
- *Custom Design*
- *Jewellery Repair*
- *Jewellery Redesign*
- *Laser Engraving*

Hours

Monday—Saturday 10:00 am to 6:00 pm

Sunday Closed

NEW DELHI
Jewellers

#14 - 2136 McPhillips St.

Superstore Mall

772-4055

" দেবীপক্ষ "

এসে গেল পুজো, আবার
শুরু হল বাঙালীর শারদীয়া গান
নতুন পোশাক নতুন আমেজে
বাতাসে শরতের ঘ্রাণ,
আবার মনে পুজোর উল্লাস
হাওয়ায় পুজোর গান,
জগৎ আভায় সবাই প্রকাশিত হোক
তাই সবাকে করি আহ্বান।
আনন্দধারায় বয়ে চলুক
এই শুভ দিনে
সুখ ও শান্তির পথ, যেন আমরা
নিতে পারি চিনে॥
মা দুর্গার চোখে হেরি
আশ্বাস ও ভালোবাসার দান
সবার মন রাঙিয়ে তুলুক
শিল্পীর, শ্রান্ত তুলির টান॥

অর্পিতা সাহা

খাঁচা

বিভূতি মন্ডল

খাঁচায় বন্ধ পাখী বড় কষ্ট ওর
চঞ্চল ডানা দুটো ভুলে গেছে
ওড়া সেই কবে!
শ্যামল বনের ডাক
ব্যর্থ হোয়ে গেছে বারবার
অসীম নীলের ডাকে
সারা দেয়া হয় নাকো তার।
আমরা এ মানুষেরা
খাচাবন্ধ পাখীর মতন—
আমাদের চারিদিকে নীতি দিয়ে
গড়া বেড়াজাল
ধর্ম,জাতি,বর্ণ আছে
আর আছে ধনের প্রাচীর
রুদ্ধ আছি এরই মাঝে
হায় কভু হব না বাহির!
অদৃশ্য খাঁচার মাঝে
ধুকে ধুকে মরে যাই মোরা
ক্ষনেক্ষনে প্রাণে আসে
বাধহীন অজানার গান
সাধ জাগে উড়ে যাই
দূরে বহুদূরে
বেড়ুবার নাহি পথ ব্যর্থ আশা
হৃদয়ের পুরে।
জন্ম মোদের খাঁচার ভিতর
সান্তনা পাই তাই ভেবে-
এই সত্য এইতো জীবন
অসীম নীলেতে উড়ে
ডানা ভেঙে হবেযে মরণ!

কোথা তুমি

বিভূতি মন্ডল

কোথা তুমি ছিলেগো তখন
ধ্বংশের বিভীষিকা বীভৎস্য নগ্নরূপে
তান্ডবে নাচিল যখন।
বিপুল জলের রাশি উত্তাল করালগ্রাসী
তীরের বাধন ভাঙি প্লাবনে ভাসাল উপকূল।
অসহায় নরনারী মরন সমন জারি
যন্ত্রনা ক্রন্দন প্রার্থনা আবেদন
বৃথা হল সবি হল ভুল।
তুমি নাকি সব শক্তি ধরো
মঙ্গাল কল্যান কর?
শুনেছিতো তুমি প্রেমময়
এ নহেতো তার পরিচয়!
নিয়ন্তা যদিগো তুমি সবি যদি তোমার বিধান
হোল জানা এ হোল প্রমান
দিয়েছ দন্ড তুমি এতো তবে তব অভিশাপ
নিষ্ঠুর হৃদয় তব সেতো ক্রুর করে নাকো মাপ।
কোথা তুমি আছগো এখন?
মুছাতে ব্যাথীর ব্যাথা লাখোজনে প্রয়াসে যখন।
মন মোর বলে হল জানা—
নহে তুমি নহে তুমি না না
দিয়ে সাড়া দিয়ে ঠাঁই দিয়েগো আশ্রয়—
মানুষই মানুষ তরে অন্য কেহ নয়।

যদি

গৌরীশঙ্কর রায়

যদি পেতাম লটারী
কিনতাম একটা বাগান বাড়ি।

যদি পেতাম লটারী
রোজ খেতাম রুই, চিতল আর চিংড়িমাছের মালাইকারি।

যদি পেতাম লটারী
জোটাতাম পাত্রী।

ঐ যদি, যদি, যদি করতে করতে
হোলো অনেক দেরী।

মা দুর্গা, দেরী আর সয় না,
হেস্ত নেস্ত চাই, লটারী একটা
চাইইই....।

Kohinoor Jewellers

- Specializing in 22k, 23K, 24K, Jewellery
- Repair & redesign also available
- Custom made bangles, Appraisal

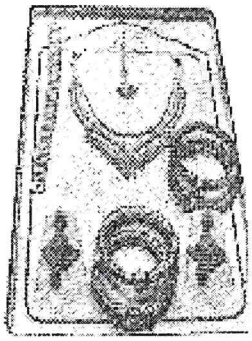

For customer convenience
Open 7 days a week
Monday to Saturday 11:00 a.m. to 6:00 p.m.
Sunday 12:00 a.m. to 6:00 p.m.

692 Sargent Avenue
Winnipeg, MB R3E 0A9

Ph: 774.4555

Come see our ladies
suits and
sari showroom @:

843 Ellice Avenue

Ph/Fax: (204) 774 4150
e-mail:
rajjewellers@hotmail.com

Raj Jewellers

Specializing in
22KT Gold Jewellery

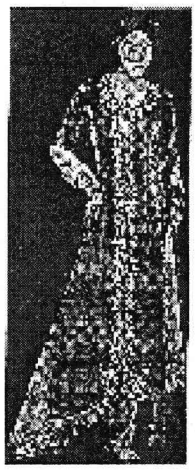

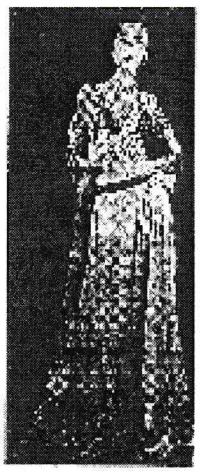

Camp Koinonia

Our trip to Camp Koinonia was awesome, but there were a few bumps along the way!! Here are the events of an unforgettable trip!!!

Which way??!!

We were all ready for 3 days of fun filled camp, and everyone couldn't wait to get there! One problem …… WE COULDN'T FIND CAMP!!! We went this way, then that way, but no luck. We were lost!! Finally, we made it there by following some signs. It was very cold and everyone was anxious to see what this camp looked like. We brought our luggage in and the front cafeteria/gathering room was great! There was a fire going on, and there was a big cafeteria and there was a piano! There were lots of games for the kids to play with and tons of rooms!!

The Freaky Fiasco

While we were looking, someone pointed out that not everyone was here. We saw that some people had GONE MISSING!!! So some people went out on a search party. While everyone was having dinner, the search party came back after 1 hour! They found the people who lost us and got lost themselves!! We were all happy, and we settled in for the night.

Activities for Day 1

When we woke up the next morning, we all got Bichitra t-shirts for us to wear. After breakfast, we started the workshop. First, Sunu Nanu talked t us about the Bengal Revolution. Then Nandita Aunty showed us some music clips and talked to us about music and dance. Then my mom did a nutrition workshop. After, Mili Mashi and the moms did some Batik printing and then the kids did tie-dye. The boys made t-shirts and the girls made beach wraps.
Then Prabir Uncle did a bonsai workshop for the adults and brought bonsai plants for everyone. In the evening, we roasted some banik and then everyone went inside to watch Hindi and Bengali movies.

Day 2

The next day, the kids did archery, went canoeing and played lots of games. Some of the adults went bird watching and we saw lots of cool birds. The kids made their own targets for archery. I made a bird, a target, an apple and a man to shoot body parts! Then Maya, Sohan, Ayusha, Arjun and I went upstairs. They showed me some secret rooms they had found when they went exploring! It was really fun. But all too soon, it was time to go home. Everyone couldn't wait to get back home but we were all going to miss camp. Camp Koinonia was great and really fun and I hope we get to go there again!!

-----By: Anushka Banerjee

Global Warming

As some of you know, global warming is causing melting of the world's polar icecaps, increase in the temperature on the earth and increasing risk of cancers because the sun is more harmful now, because of the holes in the ozone layer. Lots of people are trying to make a difference but others make it worse. Here are the affects of global warming. Since, Icecaps are melting; the polar bears may not be left with their habitat. They may drown. Pollution is causing the trees to die. So sad pictures emerging..

There are many more affects of global warming, but all of it is created by one thing...POLLUTION. The reason that the ozone layer has holes in it is because there is too much pollution on the earth. With the ozone layer having holes in it, it is becoming hotter, which is causing ice-caps to melt, ultimately leading to the death of wonderful creatures known as the polar bears. Lots of people are helping, but most don't know what to do. They think that "I'm one person what difference does it make?" It makes a HUGE difference.

Here are some tips on how YOU can save the earth, and go green!

- Don't cut trees, plant them! Compost kitchen leftovers (cooked and uncooked) to make natural organic fertilizer.
- Recycle bottles, paper, cans or anything that has the recycle symbol on it
- If it's broken, fix it, but don't throw it away.
- Try not to drive or use public transportation as much. Walk, bike or jog to anywhere you need to go. It'll be beneficial for your health, and you will save money on gas!
- Don't take showers for more than 5 mins. Also, don't use too much hot water.
- When you're not in a room, turn off the lights.
- Fix leaky taps and/or sinks to stop from wasting water.
- Bring a re-usable water bottle if going on a trip or a hike.
- Don't throw away clothes that don't fit you anymore. Give them to a charity.
- If you have a book or a movie you've read or seen too many times, give them to someone who WILL enjoy it. And if they get bored of it too, tell them to pass it onto someone.
- Think before you use a piece of paper just to make a small picture, or jot down a phone number. Re-use pieces of paper to make little drawings or write down phone numbers, or make or buy little books to record them.
- Change your light bulbs to fluorescent light bulbs.

These are only some of the ways you can help, but you can find many more online on Google or other websites.

Thank you for reading this article. I hope that this did make a difference in your mind, so start helping and GO GREEN NOW!!!

----By: **Anushka Banerjee**
Source: Google

Sri Krishna

Krishna is one of the gods worshipped across many Hindu traditions around the world. Many Vaishnavas believe he is an avatar (incarnation) of the Lord Supreme -Vishnu, while others believe he is The Lord himself. He is mostly seen as a baby, a young boy playing his flute with his beloved, Radha, or a youthful prince giving wisdom. He was born into a royal family, the eighth son of Devaki and Vasudeva. Devaki's cousin brother Kansa became the king of Mathura, after he locked his father, King Ugrasena, away. After Devaki and Vasudeva got married, a voice from the heavens said that the eighth son of them would kill Kansa. Afraid of the prophecy coming true, Kansa locked them away, and every time a child was born, he killed it. After Kansa killed the first six children and the miscarriage of the seventh, which was transferred to Rohini as Balrama, Krishna was born. Because Krishna's life was in danger, he was secretly taken out of the prison to his foster parents, Yashoda and Nanda in Gokul.

As a child, Krishna became known for being mischievous and was called 'Makhan Chor' (butter thief). He killed all of the demons sent by Kansa to kill him, and tamed the serpent Kaliya, who poisoned the waters of the Yamuna, killing all of the cowherds. The stories of him playing with the gopis (milkmaids) of Vrindavana as the Rasa Lila were romanticised in the poetry of Jayadeva.

When he became a young man, he returned to Mathura and killed Kansa. King Ugrasena became the king once more, and Krishna became a leading prince at the court. There, he became a friend of Arjun and the Pandavas, who were also his cousins. Krishna had over 16,000 wives. His first main queen was Rukmini, while his second main queen was Satyabhama, who is an expansion of Radha.

Krishna played a major role in the Mahabharata. He let Arjun and Duryodhana have the choice of choosing his army or himself on the condition that he would use no weapons. Arjun chose Krishna, while Duryodhana chose his army. Since Krishna could not use any weapons, he became Arjun's charioteer. Before the battle began, Arjun became nervous about the battle. That is when Krishna advised him about battle, which later compiled into the Bhagvad Gita. He then showed his universal form to Arjuna.

Following the war, Krishna lived in Dwarka for 36 years. But after a fight broke out in a festival, in which the Yadava's exterminated each other, his brother, Balrama, then gave up his body using Yoga. Krishna retired to the forest and sat under a tree in meditation. A hunter mistook his foot as the head of a deer, injuring him severely. Krishna knew that he had reached the end of his life. He limped to the bank of the river Saraswati and there his soul departed under a peepal tree, which is known as Dehotsarga. Sri Krishna's life work was to restore love, truthfulness, justice and righteousness to this world

Here is one of the shloka's from the Srimad Bhagvat-**Gita**.

"Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata
Abhutyutthanam adharmasya tadatmanam srjamy aham"

"Whenever and wherever there is a decline in religious practice, oh descendant of Bharata and a predominant rise of irreligion—at that time, I descend myself."

---By: Anushka Banerjee

Hopes and Aspirations

The life's like a river...
Flowing mingling with hopes, aspirations, laughter and tears,
Suddenly diversions, obstructions,
Flowing to shallow grounds of unknown,
Will the water ever return oceans destined,
Freedom and vastness shattered the sands underwater,
Breaks your faith, it is a tragedy.
Oh Lord, is that what is destiny?
Let hopes and aspirations turns into its fate,
The water returns to the river in the rains,
Happiness and sorrow transient, inevitable
Will people ever try to understand the eternal faith?
Who do I blame, is it destiny?
Your happiness is our dream,
Have I ever expressed the longing of heart?
One day you will walk beside my dream
I am dead, yet I am alive...

--By: Shibdas Biswas

Medha

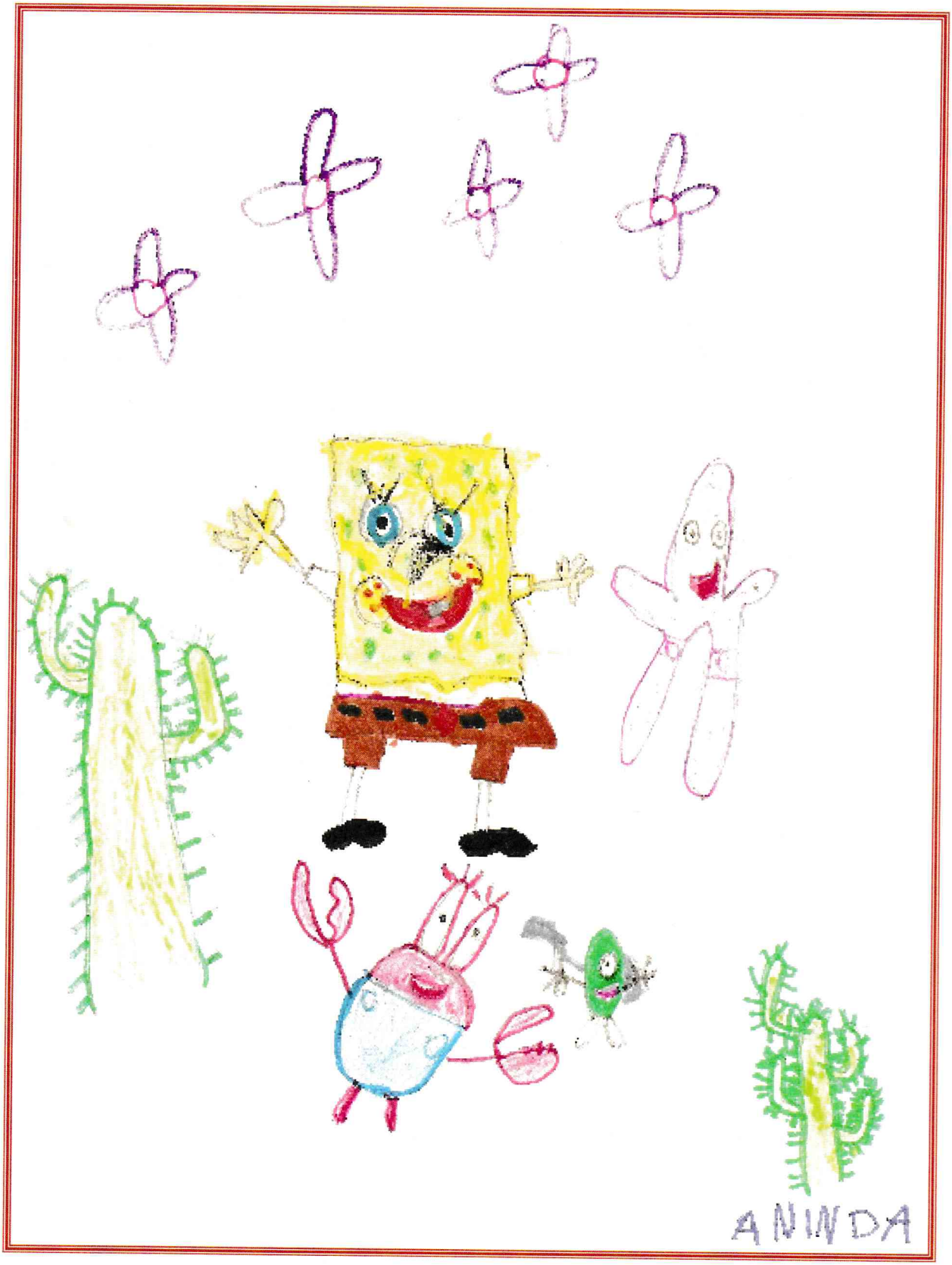
ANWDA

RIONA

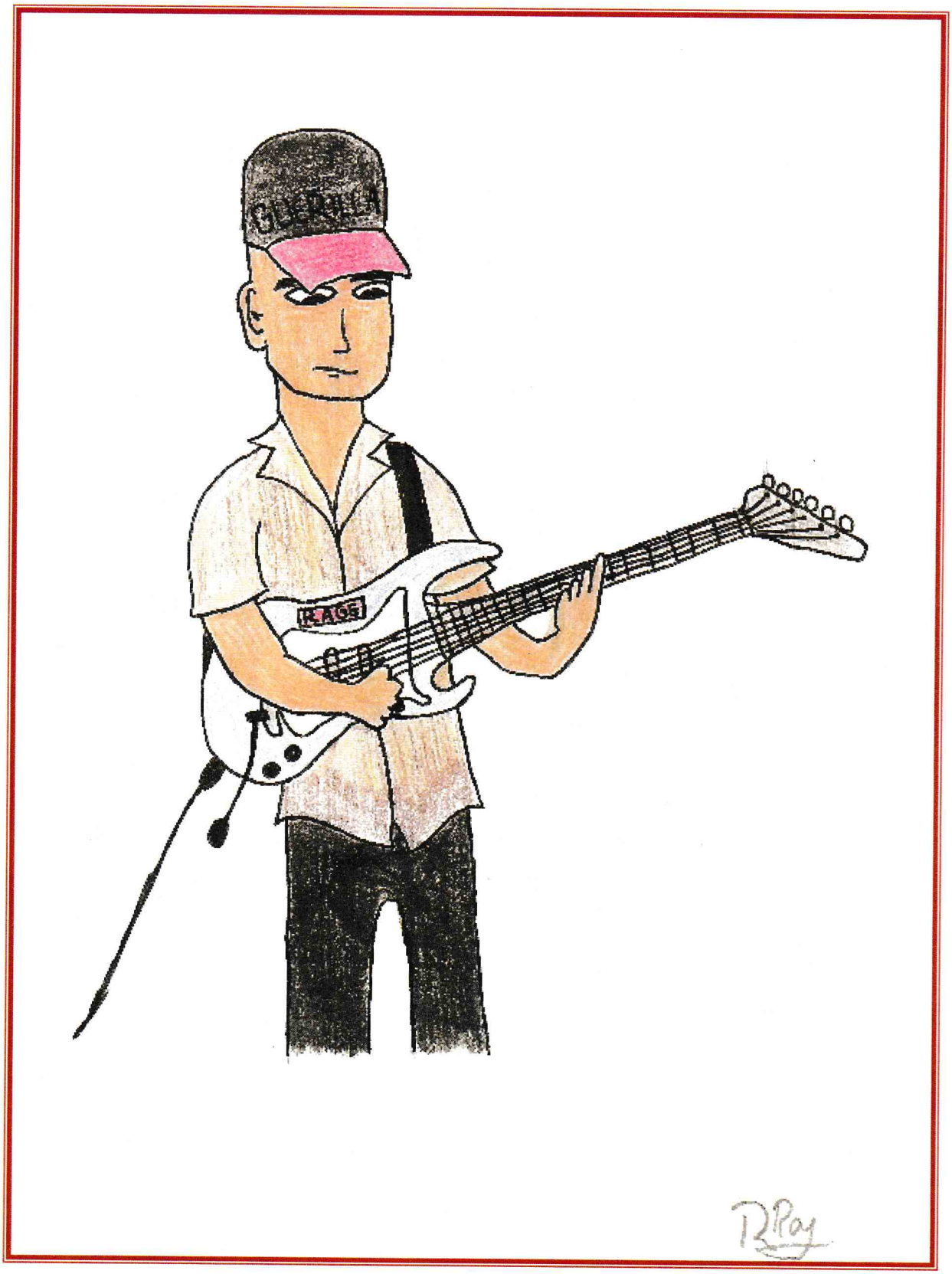
BASS

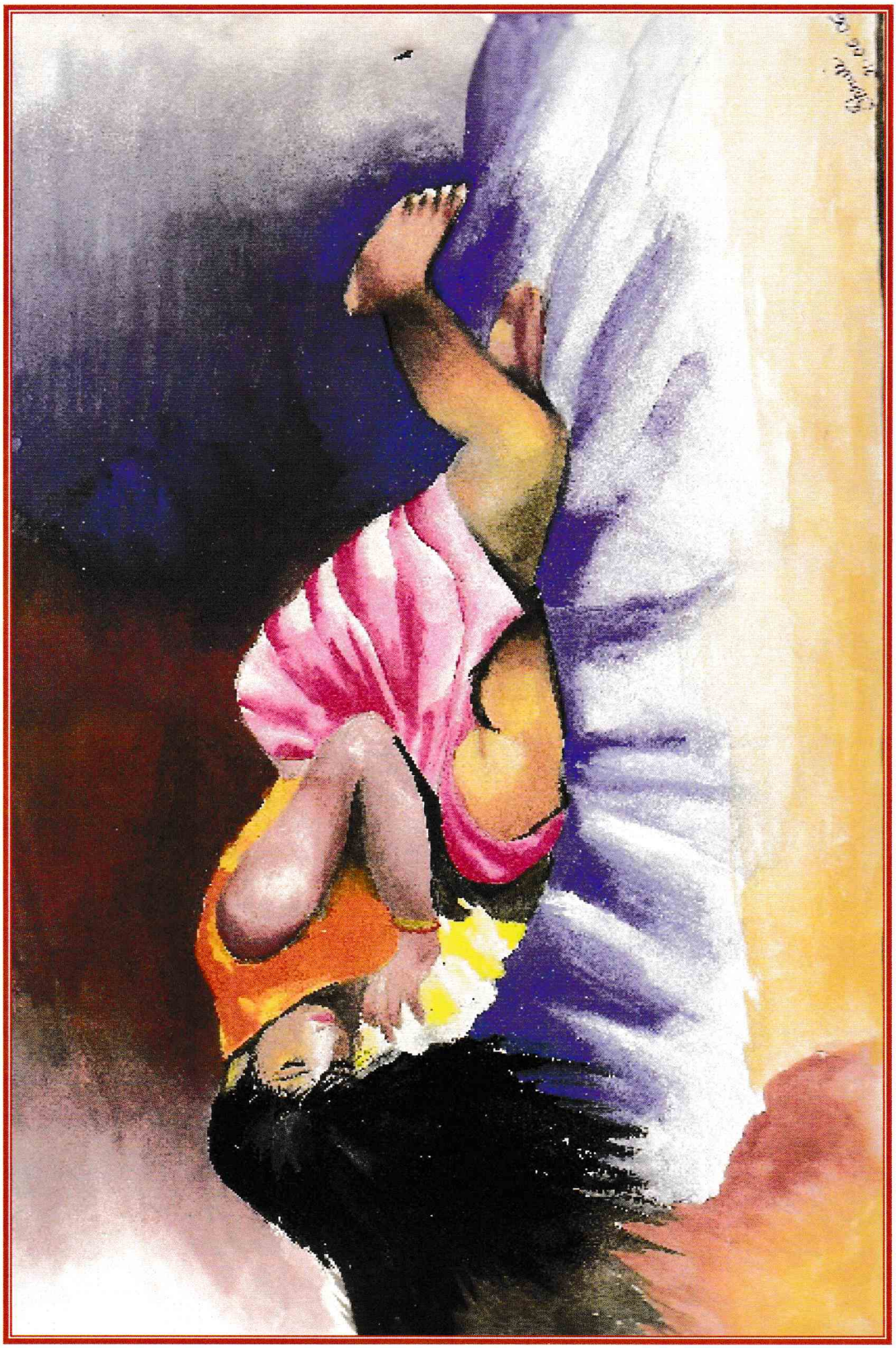

SARODIYO
DURGA PUJA
2007
পুজোর
শুভেচ্ছা

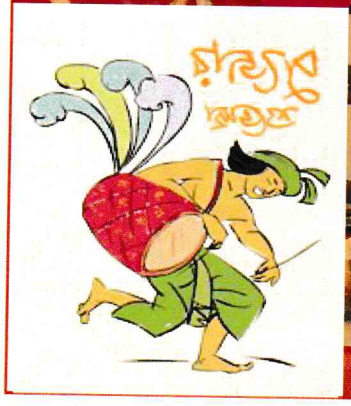

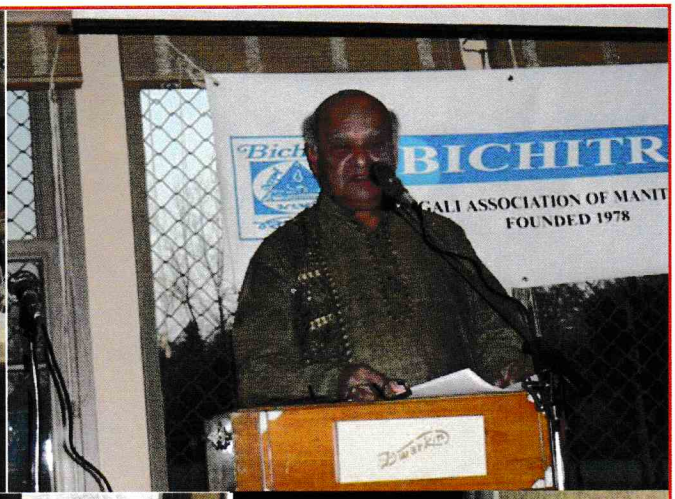

Nabarsha-2008

&

Rabindra-Nazrul Jayanti

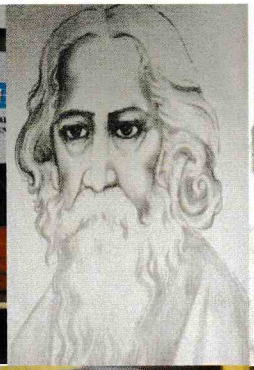

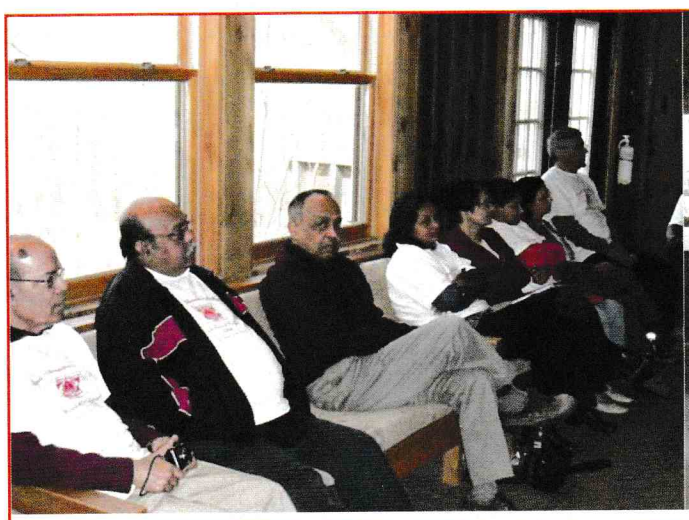

CAMP KOINONIA

&

YOUTH WORSHOP

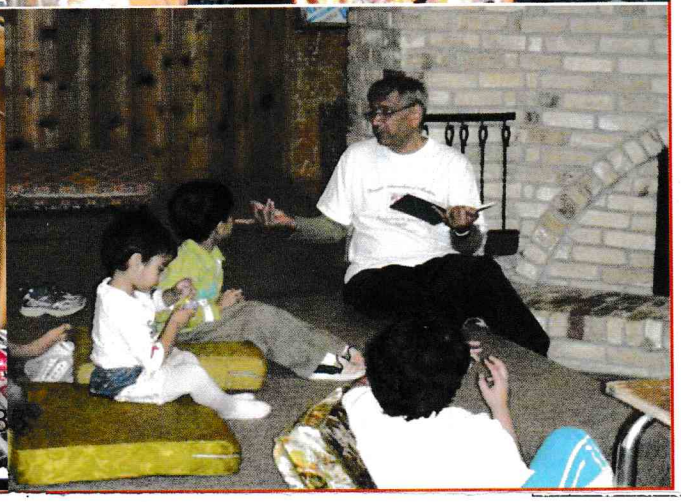

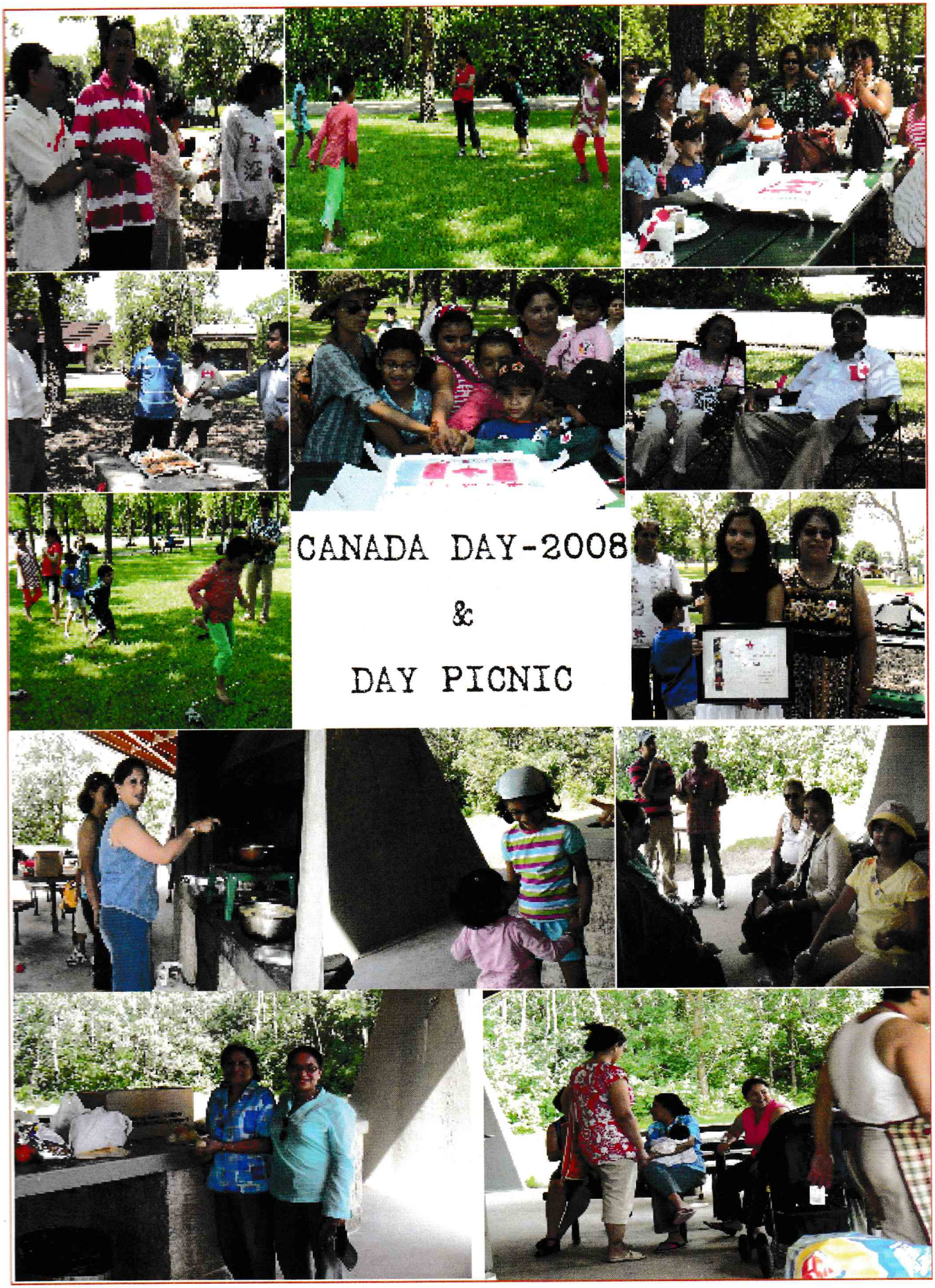
CANADA DAY-2008
&
DAY PICNIC

BICHITRA Membership Directory

SURNAME	FIRST NAME	SPOUSE	CHILDREN	ADDRESS	CITY	PR	PCODE	HOME PHONE
Adhikari	Prasant			63 Baldry Bay	Wpg.	MB	R3T 3C5	(204) 269-1468
Alam	Ashraful	Jesmen	Tanvwer	7 Wayfield Drive	Wpg.	MB	R3T 6E2	(204) 269-5544
Bal	Makhan	Krishna	Shibani, Shibashis, Sh	145 Edward Ave. East	Wpg.	MB	R2C 0V9	(204) 222-3993
Banerjee	Abhijit	Romi	Anushka, Riona	23 Roehampton	Wpg.	MB	R2N 4N6	(204) 282-7891
Banerji	Ashish	Debjani		6 Elk Place	Brandon	MB	R7B 3B7	(204) 571-0859
Banerjee	Deepanjan	Rupa	Sohan	624-85 Fort Garry Place	Wpg.	MB	R3C4J5	(204) 949-1010 x:24
Banik	Surya	Mitali	Ananya, Upama	1344, Lee Blvd.	Wpg.	MB	R3T 2P9	(204) 221-9692
Basu	Saibal	Sujata	Sachin, Snehel	67 Firbridge	Wpg.	MB	R2T 5X5	(204) 275-5606
Bhatta	Shapath	Mousumi	Prothoma	302 - 250 Colony	Wpg.	MB	R3C 3L8	(204) 772-6812
Bhattarcharyya	Samir			samirbhatta@yahoo.com	Montreal	Que.		
Bhinder	Tejinder	Sukhmeet	Gurtej	75, Gull lake Rd.,	Wpg.	MB	R3T4X1	(204) 269-5021
Biswas	Shibdas	Sumita		204-1151 St. Anne's Rd.	Wpg.	MB	R2N0A1	(204) 257-7952
Chakraborty	Aroop	Shoma	Abhishek, Anushka	306-925, Chancellor Drive	Wpg.	MB	R3T4H5	(204) 275-3434
Chand	Jagdish	Kumud	Prakash, Sipra	1844 Chancellor Drive	Wpg.	MB	R3T 4H5	(204) 261-1307
Chowdhury	Kiriti	Srabani	Teena	3 Celtic Bay	Wpg.	MB	R3T 2W8	(204) 261-9527
Das	Radha M.	Subha		67 McGill Place	Wpg.	MB	R3T 2Y6	(204) 269-7249
Das	Ranajay	Shouti		85 Garry Street	Wpg.	MB	R3C 4J5	(204) 949-1010 x:310
Deb	Apurba	Lipi	Mrittika, Moinak	315-1833 Pembina Hwy.	Wpg.	MB	R3T 3X8	(204) 275-5492
Debnath	Pranab K.	Sikta	Debosmita, Debojyoti	385 , Main Street	Winkler	MB	R6W1J2	(204) 748-5232
Ganguly	Pallab	Reena	Ria, Rishi	215 Southbridge Drive	Wpg.	MB	R2J 4A6	(204) 253-3901
Ghosh	Chitta	Archana		631 Grierson Ave.	Wpg.	MB	R3T 2S3	(204) 261-3557
Ghosh	Rita			631 Grierson Ave.	Wpg.	MB	R3T 2S3	(204) 794-9589
Guha	Gautam	Swapna	Medha	118, Lake Lindero Rd.,	Wpg.	MB	R3T 4P3	(204) 269-1158
Hasna Begum	Syeda			202, 2295 Pembina Hwy	Wpg.	MB	R3T2H4	(204) 292-8322
Malakar	Kamal	Baljit K.		1614 Chancellor Drive	Wpg.	MB	R3T 4B9	(204) 261-7010
Mallick	Kiron	Laksmi		18 Driftwood Bay	Wpg.	MB	R2J 3P9	(204) 257-3351
Mandal	Bibhuti			10-722 Furby Street	Wpg.	MB	R2B 2W3	(204) 783-2292
Mitra	Prabir	Kalpana	Bobby, Debbie	62 Bethune Way	Wpg.	MB	R2M 5J3	(204) 256-0081
Moulik	Sabyasachi			29-800 Beverley Street	Wpg.	MB	R3E 2A6	(204) 977-4607
Mukerji	Ayan	Shruti		318-291 Goulet St.	Wpg.	MB	R2H 0S4	(204) 9993382
Pandey	Ajay	Anita	Ayusha, Anish	104, Hindley Ave.	Wpg.	MB	R2M1P7	(204) 453-2282
Podder	Chandra Nath	Rita	Chandrima	130-99 Dalhousie Drive	Wpg.	MB	R3T 3M2	(204) 772-3342
Ray	Shoma		Rina, Sheila	286 Bairdmore	Wpg.	MB	R3T 6A3	(204) 256-9147
Roy	Dimple	Nigel Dixon		3-14 Balmoral Street	Wpg.	MB	R3C 1X2	(204) 282-1750
Roy	GouriSankar	Ratna	Neilloy, Rajarshi	35 East Lake Drive	Wpg.	MB	R3T 4T5	(204) 261-0672
Roy	Jaya			61 Wildwood Park	Wpg.	MB	R3T 0C8	(204) 453-0850
Roy	Mili	Greg Vandemosslaer	Maya, Sohan	640 Kilkenny	Wpg.	MB	R3T 3E1	(204) 269-3673
Roy	Pranab	Manju	Rupa, Ranjan	59 St. Michael Rd.	Wpg.	MB	R2M 2K7	(204) 257-6601
Roychowdhury	Subir	Rimi	Austin	302-1205 Grant Ave.	Wpg.	MB	R3M1Z3	(204) 221-9651
Saha	Bhaskar	Mimi	Anindo	14 Kennington Bay	Wpg.	MB	R2N 2L4	(204)-284-0834
Sarkar	Ashok	Tuntun	Rahul	10 Brigantine Bay	Wpg.	MB	R3P1R2	(204) 488-6643
Selvanathan	Nandita	Murugan	Ahish, 'Anurag	289 Bowman Ave.	Wpg.	MB	R2K 1P1	(204) 942-3261
Shome	Subhrakam	Jaba	Devarshi, Tanajee	10 Celtic Bay	Wpg.	MB	R3T 2WN	(204) 261-6348
Sinha	Ranen	Luella		582 Queenston Street	Wpg.	MB	R3N 0X3	(204) 489-8635
Sinha	Sachidananda	Meera		116 Victoria Cres.	Wpg.	MB	R2M 1X4	(204) 253-9921
Sultana	Roxana			2416 Portage Ave	Wpg.	MB	R3J 0N2	(204) 885-4456

The Authentic Flavours of India Come Alive
Thirty five years ago Mrs. Usha Mehra brought her passion for authentic East Indian cuisine to our city. She founded East India Company and created a menu featuring her own original recipes. Today, Kamal and Sudha Mehra are joined by third generation Chef/Sommelier Nitin Mehra. East Indian flavours are presented with contemporary flair and will delight the most discerning gastronome.
The Mehras invite you to discover East India Company's extensive buffet and Sunday brunch.
Special, because it's cooked the way you like it.
East India Company
PUB & EATERY
349 York Avenue.
947-3097
www.eastindiaco.com
Connected to Winnipeg Convention Centre by enclosed walkway
India is on the move. So is East India Company of Canada.
WINNIPEG
OTTAWA
MONTREAL
204-947-3097
613-567-4634
514-344-2217
Celebrating 35 years in Winnipeg!

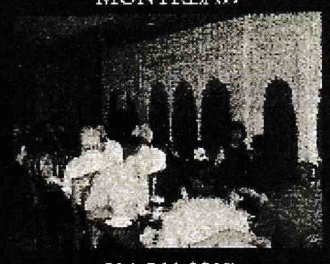

JAFRY COMMUNICATIONS

50 Rainier Square , Toronto, Ontario M1T 2Z9

Business: 416.321.5152 | Fax: 416.321.0549
For Winnipeg: (204) 962-2477

Email: jafry@jafry.com Website: www.jafry.com

Our Thanks
to the
Communities
of
Winnipeg, Manitoba

Winnipeg - 1 Universal Productions

#7 - 177 Lombard Avenue Winnipeg, Manitoba R3B 0W5
Business: 204.962.2477 Fax: 416.321.0549

HAPPY DURGA PUJA